সমকাল

25 JUL 2017

পাস-ফেলের হার ও শিক্ষার অবস্থা

সমকালীন প্রসঙ্গ | বদরুদ্দীন উমর

সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীদের কী পড়ানো হচ্ছে, তারা কী পড়ছে এর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রশ্নপত্র কতখানি 'সৃজনশীল' হচ্ছে; পরীক্ষায় পাস-ফেলের হার কত। একটা দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা কতখানি শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়ালে এটা হতে পারে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও বিশেষ দেখা যায় না। কারণ এ দেশে এখন ছাত্রদেরকে প্রকৃত শিক্ষাদানের পরিবর্তে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে চুরি, দুর্নীতি এবং হামবড়ামির মাধ্যমে কীভাবে টাকাকড়ি পকেটে ফেলা যায়, এটাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং নমস্য শিক্ষা উপদেষ্টাদের প্রধান, এমনকি একমাত্র বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশ সরকারের একজন শিক্ষামন্ত্রী আছেন। শিক্ষা বিষয়ে তিনি প্রায়ই অনেক গালভরা কথা বলে থাকেন। শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে তিনি কী কী অবদান রেখে গেছেন, তার ফিরিস্তিও তার মুখে শোনা যায়। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো, পাসের হার বৃদ্ধি নিয়ে তার গর্বিত কথাবার্তা। এতদিন তিনি এভাবেই নিজের কৃতিত্বের গৌরব কীর্তন করে এলেও এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ছাত্রদের পরীক্ষার ফল আগের মতো না হওয়ায় এ নিয়ে তার তেমন কোনো বক্তব্য শোনা যায় না। তবে এর জন্য তিনি হয়তো বলতে পারেন, প্রশ্ন যথেষ্ট সৃজনশীল না হওয়ায় পরীক্ষায় পাসের হার কম হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমের অবস্থা এখন এমন, যাতে কোনো ছাত্র জিপিএ ৫ পেলে বা তার থেকেও ভালো ফল করলে তার অর্থ এই নয় যে, সে ভালো শিক্ষা অর্জন করেছে। এর কারণ, ছাত্ররা কতখানি ভালো শিক্ষা অর্জন করছে সেটা সব থেকে বেশি নির্ভর করে কী তারা পড়ছে, তাদের পাঠ্যতালিকায় শিক্ষণীয় কী সব বিষয় আছে, তার ওপর। এভাবে বিষয়টিকে না দেখার ফলে 'সৃজনশীল' প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষায় পাসের হার নিয়ে আলোচনার প্রাচুর্য দেখা গেলেও ছাত্ররা তাদের পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে কী শিক্ষা লাভ করছে, সে বিষয়ে বিশেষ কারও মনোযোগ নেই। কয়েকদিন আগে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে দেখা গেল, 'অ'-এ অজ অর্থাৎ ছাগল বোঝাতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক বইয়ে ছাগল গাছে ওঠার এক ছবি ছাপা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা পরে এ 'ভুল' ধরতে পেরে ছাগলকে গাছ থেকে নামিয়ে গাছতলা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ছবি ছেপেছেন! তারা যে এই 'ভুল' ধরতে পেরে এর সংশোধন করেছেন, এর জন্য তারা অবশ্যই প্রশংসার পাত্র!

এই অবস্থা থেকে বোঝা যায়, কতখানি অযত্নের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে এবং কতখানি দায়িত্বহীনতার সঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টারা এই মহৎ কাজ করে থাকেন। 'অ' অক্ষর শেখানোর জন্য তারা যেভাবে অজ শব্দটিকে বেছে নিয়েছেন, এটাও বোঝা মুশকিল। এটা হয়েছে 'ব' বোঝাতে গিয়ে বাঘ-এর জায়গায় ব্যাঘ্র লেখার মতো। 'অ'-এর জন্য তারা অজগর, অন্ন, অসুখী, অক্ষর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তার জন্য তো প্রয়োজন পরিশ্রম ও যত্ন।

এখন প্রাথমিক- মাধ্যমিক স্তরে যেসব বিষয়ে 'শিক্ষা' দেওয়া হয় তার অধিকাংশই শিক্ষার বিষয় হিসেবে এই স্তরে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এর দ্বারা কোনো প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এর ফলে যা হয় তা হলো, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের এসব বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য উৎসাহিত করা এবং এই লেখক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে দুর্নীতির কারবার করা। নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর নিষ্প্রয়োজনীয় বইয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে যেভাবে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে হয়, সেটা শারীরিক দিক দিয়েও তাদের ওপর এক বড় নির্যাতন। প্রাথমিক পর্যায়ে আসলে জোর দেওয়া দরকার ভাষা এবং অঙ্ক শেখানোর ওপর। সেই সঙ্গে ইতিহাস ও সমাজ বিষয় সামান্য কিছু। কারণ ভাষা ও অঙ্কের ভিত্তি শক্ত হলে ছাত্ররা উচ্চতর পর্যায়ে যা কিছু শেখার সেটা ভালোভাবে শিখতে পারে। কিন্তু ভাষা ও অঙ্কের সঙ্গে ১২-১৪টি অন্য নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় জুড়ে দিয়ে সেগুলোর ওপর 'সৃজনশীল' প্রশ্ন করে ভাষা ও অঙ্ক শিক্ষাকে একেবারে গোড়াতেই দুর্বল করে দেওয়া হয়। ভাষা শিক্ষা নিম্নস্তরেই সহজ হয়। এ জন্য প্রাথমিক স্তরেই বাংলার সঙ্গে ইংরেজি পড়ানো দরকার। অন্য নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ের বোঝা ছাত্রদের ওপর না চাপিয়ে এ কাজ করলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংকট আজ দেখা দিয়েছে, তার অনেকখানিই দূর হওয়া সম্ভব। কিন্তু এসব চিন্তার কোনো প্রয়োজন এবং অবসর শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টাদের নেই। ছাত্রদের সুশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের স্বার্থচিন্তার বাইরে তারা কিছু করেন না। সেটা করলে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে তারা 'অ'-তে অজ বুঝিয়ে ছাগলকে গাছে ওঠাতেন না!

কলেজ বোর্ডে ফল দেখছেন শিক্ষার্থীরা

পরীক্ষার ফল ভালো হওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং উচ্চ মানের কোনো নিদর্শন নয়। অনেক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই নির্ধারণ করে দেয়, শতকরা কত ছাত্র কোন পরীক্ষায় পাস করতে হবে। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে, পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস যদি ভালো না হয়, তার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় যদি বিশেষ কিছু না থাকে, উপরন্তু অশিক্ষার উপাদানও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেগুলো পাঠ করে ভালো ফল করলেও ছাত্রদের শিক্ষা ভালো হয় না। এ বিষয়টি বোঝা কঠিন ব্যাপার নয়। কাজেই সৃজনশীল প্রশ্নের মতো আজগুবি বিষয় নিয়ে গবেষণার থেকে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমের উন্নতি কীভাবে করা যায়, সেদিকেই নজর দেওয়ার প্রয়োজন খুব বেশি

প্রত্যেক বছরই এসএসসি এবং এইচএসসির ফল প্রকাশিত হওয়ার পর জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের উল্লাস করতে থাকার ছবি পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। আগেকার দিনে পরীক্ষায় কোনো স্কুল ভালো করলে ছাত্রছাত্রীদের এভাবে উল্লাস করতে দেখা যেত না। তার কোনো ছবিও এভাবে পত্রপত্রিকায় ছাপা হতো না। আসলে এর মধ্যে একটা অশ্লীলতা আছে। এ কথা আমি আগে অনেকবার লিখেছি। এবার পরীক্ষার ফল ভালো না হওয়ায় সে ধরনের কোনো যৌথ উল্লাসের ছবি পত্রপত্রিকায় বিশেষ দেখা গেল না। এটা অশ্লীলতা বর্জন, না পরীক্ষায় ফল খারাপের জন্য ঘটেছে, বোঝা গেল না। তবে দ্বিতীয় কারণে এটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।

পরীক্ষার ফল ভালো হওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং উচ্চ মানের কোনো নিদর্শন নয়। অনেক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই নির্ধারণ করে দেয়, শতকরা কত ছাত্র কোন পরীক্ষায় পাস করতে হবে। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে, পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস যদি ভালো না হয়, তার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় যদি বিশেষ কিছু না থাকে, উপরন্তু অশিক্ষার উপাদানও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেগুলো পাঠ করে ভালো ফল করলেও ছাত্রদের শিক্ষা ভালো হয় না। এ বিষয়টি বোঝা কঠিন ব্যাপার নয়। কাজেই সৃজনশীল প্রশ্নের মতো আজগুবি বিষয় নিয়ে গবেষণার থেকে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমের উন্নতি কীভাবে করা যায়, সেদিকেই নজর দেওয়ার প্রয়োজন খুব বেশি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পরীক্ষায় কী হারে ছাত্ররা ভালো বা মন্দ ফল করে, এটা অনেক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হলেও আসলে সেটা নির্ধারিত হয় শিক্ষকরা ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারছেন কি-না তার ওপর। অর্থাৎ শিক্ষকদের যোগ্যতার ওপর। এদিক দিয়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করার ক্ষেত্রে যেমন ছাত্রদের নিজেদের কৃতিত্ব থাকে, তেমনি কৃতিত্ব থাকে শিক্ষকদের। এ কারণেই দেখা যায়, ঢাকা এবং অন্য কয়েকটি শহরের ছাত্রছাত্রীরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের থেকে পরীক্ষার ফল ভালো করে।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর তার কারণ নিয়ে কিছু আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু আসলে কেন এটা ঘটল এ নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। এটা না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংকট এখন শোচনীয় আকারে দেখা দিয়েছে সে সংকট দূর হওয়া তো দূরের কথা, লাঘব হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা নেই।

২৪[illegible]

সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর